গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা
www.hindutrust.gov.bd

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৯৪তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : অধ্যক্ষ মতিউর রহমান
মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
সভার তারিখ : ২১/০৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ, সময় : বিকাল ৫:০০ ঘটিকা।
স্থান : মাননীয় মন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (২৫ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা)।
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। সভাপতি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নৃশংসভাবে শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের শহীদ সকল সদস্যদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় সকলকে ১ মিনিট নিরবতা পালনের জন্য অনুরোধ করেন। উপস্থিত সকল সদস্য শহীদদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে ট্রাস্টের সচিব এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

০১। গত ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা :- ট্রাস্ট সচিব বিগত ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনান এবং সম্মানিত সদস্যগণের কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপন করার আহবান জানান। সম্মানিত ট্রাস্টগণ বিগত সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে কোন সংশোধনী প্রস্তাব নেই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত :- ১. গত ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন/দৃঢ়করণ করা হল।

২। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় বিবরণ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন/অনুমোদন।

আলোচনা :- সভায় ট্রাস্টের সচিব নিম্নলিখিত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় বিবরণ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন।

ক্রমিক	আয়ের খাত	প্রস্তাবিত আয় ২০১৬-১৭	সংশোধিত আয় ২০১৬-১৭	প্রস্তাবিত/সম্ভব্য আয় ২০১৭-১৮	মন্তব্য
০১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সাধারণ মঞ্জুরি, মেরামত মঞ্জুরি ও মূলধন মঞ্জুরি বাবদ।	৮৯,৯৮,০০০/-	৮৯,৯৮,০০০/-	১,১৯,০০,০০০/-	
০২.	স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশ	১,৫০,০০,০০০/-	১,৪৯,১৪,০৪০/-	১,১০,০০,০০০/-	স্থায়ী আমানত হতে প্রাপ্য লভ্যাংশ। সুদের হার কমে যাওয়ায় আয় হ্রাস।
০৩.	দুর্গাপূজার অনুদান	১০,০০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-	১০,০০,০০,০০০/-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও

ক্রমিক	আয়ের খাত	প্রস্তাবিত আয় ২০১৬-১৭	সংশোধিত আয় ২০১৬-১৭	প্রস্তাবিত/সম্ভব্য আয় ২০১৭-১৮	মন্তব্য
					কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্তি
০৪.	মঠ/মন্দির/আশ্রম ও দু:স্থ ব্যক্তির অনুদান প্রদানের জন্য	১০,০০,০০,০০০/-	----	১০,০০,০০,০০০/-	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে।
০৫.	মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য প্রাপ্তি	৫২,০০০/-	৫১,০০০/-	৫২,০০০/-	জাতীয় দিবস উপলক্ষে সরকারি সাহায্য মঞ্জুরী ।
০৬.	নিজস্ব অর্থের এফডিআর থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ	----	-----	---	
০৭.	পুরাতন অব্যবহার্য্য কাগজ/পত্রিকা বিক্রি মূলে প্রাপ্তি	১,০০০/-	৪০০/-	১,০০০/-	
০৮.	জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত	---	১,৫২,০০০/-	----	
০৯.	পূর্ববর্তী বছরের স্থিতি/সংরক্ষিত	২০,৪২,১০৩/-	২০,৪২,১০৩/-	৩২,৩৮,৮০২/-	
	সর্বমোট=	২২,৬০,৯৩,১০৩/-	৪,১১,৫৭,৫৪৩	২২,৬১,৯১,৮০২/-	

(খ) <u>২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ও ২০১৭-১৮ সনের প্রস্তাবিত/সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ:</u>

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ২০১৬-১৭	সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ২০১৬-১৭	প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০১৭-১৮	মন্তব্য
	রাজস্ব বরাদ্দ হতে ব্যয়				
০১.	সাধারণ মঞ্জুরী	১১,২০,০০,০০০/-	১,১২,৬৪,৫০০/-	১,৩০,০০০/-	
	মেরামত মঞ্জুরী	০০০	০০০	১,১৬,০০,০০০/-	
	মূলধন মঞ্জুরী			১,৭০,০০০/-	
	মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য ব্যয়	৫২,০০০/-	৫১,২৫০/-	৫২,০০০/-	
	ট্রাস্ট তহবিল হতে ব্যয়				
	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ভাতা	৫২,৫৩,০০০/-	৫২,৫৩,০০০/-	৫৪,৯৮,০০০/-	
	সরবারহ ও সেবা	৩৪,১৫,০০০/-	৩৪,১৫,০০০/-	৪০,৩২,০০০/-	
	মেরামত ও সংরক্ষণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	
	দুর্গাপূজার অনুদান	১০,০০,০০,০০০/-	১,৪৯,২৪,০০০/-	১০,০০,০০,০০০/-	
	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদানের জন্য ধর্মীয় বই ক্রয়	২,০০,০০০/-	---	২,০০,০০০/-	
	বোর্ড/উপ-কমিটি সভার সম্মানি	৩,৩০,০০০/-	২,৪৯,০০০/-	৩,৩০,০০০/-	
	চেকে যুগ্ম-স্বাক্ষরকারীর সম্মানি	১৮,০০০/-	১৮,০০০/-	১৮,০০০/-	
	বোর্ড সভার আপ্যায়ন ও অন্যান্য	১,০০,০০০/-	৩৫,০৩৫/-	১,০০,০০০/-	
	ট্রাস্টিগণের বোর্ড সভায় উপস্থিতির জন্য ভ্রমণ ভাতা	২,০০,০০০/-	৮৬,৩৯০/-	২,০০,০০০/-	

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ২০১৬-১৭	সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ২০১৬-১৭	প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০১৭-১৮	মন্তব্য
	তীর্থ ভ্রমণ	২,০০,০০০/-	৬৮,৮১৬/-	২,০০,০০০/-	
	বিশেষ চিকিৎসা ভাতা	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	
	দুঃস্থ অনুদান			৭,০০,০০০/-	
	মঠ , মন্দিরের বিশেষ অনুদান			১০,০০,০০০/-	
	দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ।	১,৮০,০০০/-	১,৭৪,০০০/-	২,৫০,০০০/-	
	নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ব্যয়	----	----	৩,০০,০০০/-	
	মশিগশি প্রকল্প ৪র্থ পর্যায় (সমাপ্ত) কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য (ফেরৎযোগ্য)	----	----	২,০০,০০০/-	
	ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত বৃদ্ধির জন্য এফডিআর	২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-	
	শেষ স্থিতি	১৭,১৫,১০৩/-	৩২,৩৮,৮০২/-	১১,৮০২/-	
	সর্বমোট=	২২,৬০,৯৩,১০৩/-	৪,১১,৫৭,৫৪৩/-	২২,৬১,৯১,৮০২/-	

প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সম্মানিত ট্রাস্টিগণ আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত-২.ক : ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আয়-ব্যয় বিবরণী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত-২.খ : ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

৩। <u>বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন</u> ।

ট্রাস্টের সচিব সভায় জানান যে, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৫টি উপকমিটি কার্যকর রয়েছে। কমিটিগুলো হল-

(১) প্রশাসনিক উপ-কমিটি.....৩ সদস্য।
(২) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বই বাছাই উপ-কমিটি.....৪সদস্য।
(৩) রিট পিটিশন নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন সহয়তা উপ-কমিটি.....৪ সদস্য।
(৪) বরখাস্তকৃত হিসাব রক্ষকের পুনঃমূল্যয়ন সংক্রান্ত উপ-কমিটি.....৫ সদস্য।
(৫) প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন উপ-কমিটি.....৭ সদস্য।

উল্লেখিত উপ-কমিটিসমূহের দ্বারা ট্রাস্টের নানাবিধ কাজ সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে পূর্বের গঠিত সকল উপ-কমিটি পুর্ণগঠন করে নিম্নে বর্ণিত ৬টি উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে এবং উপ-কমিটির পাশে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য উপ-কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এতে করে ট্রাস্টের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। ট্রাস্টের কাজে সম্মানিত ট্রাস্টিগণের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

এ প্রসঙ্গে ট্রাস্টের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা মহোদয় বলেন যে, প্রস্তাবিত নতুন উপ-কমিটি কার্যকর হলে , ট্রাস্টের কার্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর সম্মানিত অন্যান্য ট্রাস্টিগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেন ও সম্মানিত সকল ট্রাস্টিকে বিভিন্ন উপ-কমিটিতে সম্পৃক্ত করার জন্য সভায় অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত-৩.১: সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নেবর্ণিত ৬টি উপ-কমিটি, কমিটির কার্যাবলি ও প্রস্তাবিত কমিটি অনুমোদন করা হয়।

ক্রম	কমিটির নাম ও কার্যাবলি	প্রস্তাবিত কমিটি
০১	অর্থ উপ-কমিটি	আহ্বায়ক : বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা

	কার্যাবলি: (ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাজেট প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ (খ) অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন (গ) দুর্গাপূজার অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন (ঘ) আয় বৃদ্ধিকরণ (ঙ) অর্থ সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ	সদস্য : শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য সদস্য : শ্রী অনিল সরকার সদস্য : শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত সদস্য : শ্রী চন্দন রায় সদস্য : শ্রী উজ্জল প্রসাদ কানু সদস্য সচিব : সচিব
০২	প্রশাসনিক উপ-কমিটি কার্যাবলি: (ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল বৃদ্ধিকরণ (খ) নিয়োগবিধি প্রণয়ন (গ) নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান (ঘ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন (ঙ) প্রশাসনিক অন্যান্য কাজ	আহ্বায়ক : অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী সদস্য : শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ সদস্য : শ্রী নির্মল পাল সদস্য : শ্রী রিপন রায় লিপু সদস্য : শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন সদস্য : অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন সদস্য সচিব : সচিব
০৩	প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি কার্যাবলি: (ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রচার (খ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ (গ) নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ (ত্রৈমাসিক) (ঘ) সেমিনারের আয়োজন (ঙ) প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ	আহ্বায়ক : বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা সদস্য : শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী সদস্য : শ্রী রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবুসোনা) সদস্য : শ্রী নির্মল পাল সদস্য : শ্রী স্বপন সরকার সদস্য : সচিব সদস্য সচিব : ফিল্ড অফিসার
০৪	তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটি কার্যাবলি: (ক) তীর্থ ভ্রমণ নীতিমালা প্রণয়ন (খ) হিন্দুধর্মীয় তীর্থস্থান নির্বাচন (গ) তীর্থ যাত্রী সংগ্রহ (ঘ) তীর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ।	আহ্বায়ক : শ্রী বিপুল বিহারী হালদার সদস্য : শ্রী উজ্জল প্রসাদ কানু সদস্য : শ্রীমতি আশালতা বৈদ্য সদস্য : শ্রী গণেশ চন্দ্র ঘোষ সদস্য : শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন সদস্য : সচিব সদস্য সচিব : ফিল্ড অফিসার
০৫	প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উপ-কমিটি কার্যাবলি: (ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণে প্রকল্প নির্বাচন (খ) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (গ) প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলি	আহ্বায়ক : শ্রী সুব্রত পাল সদস্য : শ্রী স্বপন কুমার রায় সদস্য : শ্রী চন্দন রায় সদস্য : শ্রী রিপন রায় লিপু সদস্য : শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা সদস্য : শ্রী শ্যামল চন্দ্র ভট্টাচার্য সদস্য সচিব : সচিব
০৬	আইন সুহায়তা উপ-কমিটি কার্যাবলি: (ক) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা/রীট পর্যালোচনা (খ) মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী।	আহ্বায়ক : বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা সদস্য : অ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবুসোনা) সদস্য : অ্যাড. নিমাই চন্দ্র রায় সদস্য : অ্যাড. উজ্জল প্রসাদ কানু সদস্য : অ্যাড. ভূপেন চন্দ্র ভৌমিক (দোলন) সদস্য সচিব : সচিব

৪। <u>কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন</u> ।

আলোচনা: ট্রাস্ট সচিব সভায় জানান যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখিত ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে ইতোমধ্যে ২১ টি কর্মসূচী ট্রাস্টের গঠিত উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪/০৫/২০১৭ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে ২০/০৭/২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় হতে ৩০/০৭/২০১৭ তারিখে ২১ টি কর্মসূচী অর্থমন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা , শ্রী রিপন রায় লিপু, এ্যাড. উজ্জল প্রসাদ কানু , শ্রীমতি আশালতা বৈদ্য এবং শ্রী সুব্রত পাল সভায় বক্তব্য পেশ

করেন। ট্রাস্টের সচিব,**"সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবনমান উন্নয়ন ও ধর্মচর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে মন্দির উন্নয়ন"** সম্পর্কিত প্রকল্পের প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ-

১. বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি সনাতন ধর্মাবলম্বী বসবাস করে। বিভিন্ন কারণে এবং বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন কোন সময়ে এই জনগোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে দেশত্যাগ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে এই জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডকে টেকসই করতে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি। সনাতন ধর্মাবলম্বী এ জনগোষ্টিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত করতে নৈতিক ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করা একান্ত অপরিহার্য।

দীর্ঘদিন যাবত দেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মন্দিরগুলো সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও স্বাধীনতা উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক জামায়াত- শিবির চক্র দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো মন্দির ধ্বংস করে দেয়।

কিছু মন্দিরকে সংস্কার ও উন্নয়নের আওতায় এনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও প্রশিক্ষনের কেন্দ্র হিসাবে এসব মন্দিরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে এ জনগোষ্ঠী একদিকে ধর্মচর্চার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হবে অন্যদিকে প্রযুক্তিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত হয়ে তারা উন্নয়নমুখি দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তরিত হবে।কাজেই সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে নৈতিক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার জন্য প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে মন্দির উন্নয়ন করে মন্দির ভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।

২। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ও প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের নিজস্ব কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি দেশের সকল জেলা ও উপজেলা সদরে ০১টি করে মন্দির নির্বাচন করে তার উন্নয়ন/সম্প্রসারণে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রসাশনিক কাজ পরিচালনার পাশাপাশি সভা/সেমিনার পরিচালনা করার উপযুক্ত পরিবেশসহ নৈতিক শিক্ষা ও আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরী করা যায়। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় কার্যলয়ের জায়গা সংস্থানের জন্য দানকৃত জমি বা অধিগ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে পারে। মন্দিরের দানকৃত জমিতে এই উন্নয়ন/সম্প্রসারন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। নির্ধারিত শর্তে মন্দিরের জমির দান গ্রহণ করা যেতে পারে। জেলা ও উপজেলা অবকাঠামোর জন্য একটি নির্ধারিত মডেলে তৈরি করা যায়। জেলা পর্যায়ের অবকাঠামোর জন্য সভা/সেমিনার কক্ষ, ধর্মীয় চর্চা/নৈতিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ কক্ষ, জেলা ট্রাস্ট অফিসের জন্য প্রসাশনিক কক্ষ ও আইটি প্রশিক্ষণের জন্য ল্যাব্রোটারীসহ সমবেত প্রার্থনার স্থান সংকুলান ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উপজেলা পর্যায়ের অবকাঠামোর জন্য সভা/সেমিনার কক্ষ, আইটি প্রশিক্ষণের জন্য ল্যাব্রোটারি, ধর্মীয় চর্চা/নৈতিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ কক্ষ এবং সমবেত প্রার্থনার স্থান সংকুলান ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেলা পর্যায়ের জন্য একটি কমন মডেল অবকাঠামো এবং উপজেলা পর্যায়ের জন্য একটি কমন মডেল অবকাঠামো হতে পারে। জেলা পর্যায়ের অবকাঠামো , উপজেলা পর্যায়ের অবকাঠামো থেকে ভিন্নতর হতে পারে। অবকাঠামো নির্ময়ানে ন্যূনতম কি পরিমান জায়গা প্রয়োজন হবে তা পূর্ব নির্ধারিত হলে ভালো হয়। মন্দির নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা সদর ও উপজেলা সদরের মন্দিরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তা ছাড়া, প্রতি জেলা ও উপজেলায় ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত চর্চার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্পটির সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২০.০ কোটি টাকা।

৩। নির্মাণকাজ বাস্তবায়নে দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট অর্পন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ঠ এলাকার হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টির সাথে পরামর্শ করে মন্দিরের স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান মন্দির প্রাঙ্গনে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে অথবা স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে পাওয়া দান করা জমির ওপর এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষ কিছু জায়গায় অধিগ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে পারে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত মন্দিরের তালিকা পরিহার করে এ প্রকল্পের মন্দিরের তালিকা প্রণিত হতে পারে।

৪। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করছে মর্মে প্রতিভাত হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, যার ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আজীবন এই সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।

৫। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল না থাকায় এ কাজটি বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি-কে দায়িত্ব প্রদান করা যায়।

৬। প্রস্তাব অনুমোদিত হলে প্রত্যাশী সংস্থা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট/ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলজিইডি/স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক-লিপি স্বাক্ষর হতে পারে।

উপস্থিত সম্মানিত ট্রাস্টিগণ সচিবকে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দ্রুত প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত-৪.১: **"সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবনমান উন্নয়ন ও ধর্মচর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে মন্দির উন্নয়ন"** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি ধারনা পত্র এলজিইডি বরাবর প্রেরণের জন্য সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫। বিবিধ।

১। কম্পিউটার অপারেটর শ্রী স্বপ্নীল বাড়ৈ এর ভাতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা

ট্রাস্টের সচিব জানান যে, শ্রী স্বপ্নীল বাড়ৈ , কম্পিউটার অপারেটর একটি আবেদন করেছেন এবং আবেদনটি সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে শ্রী স্বপ্নীল বাড়ৈ এর ভাতা মাসিক ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকার স্থলে ২০০০০ (বিশ হাজার) টাকা প্রদানের জন্য সভায় সম্মানিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-৫.১: শ্রী স্বপ্নীল বাড়ৈ, কম্পিউটার অপারেটর এর মাসিক ভাতা সর্বসাকুল্যে ২০, ০০০ (বিশ হাজার) টাকা সর্বসম্মতিক্রমে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

২। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরোত্তর ছুটি ভাতা প্রদান বিষয়ে আলোচনা।

আলোচনা: এ বিষয়ে সচিব প্রস্থাবনাটি সভায় উপস্থাপন করলে সম্মানিত সদস্যগণ তা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য একমত প্রকাশ করেন।

সিধান্ত-৫.২: আলোচ্যসূচীটি আগামী সভায় মূল আলোচ্যসূচী আকারে উপস্থাপনের জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।

৩। ফিল্ড অফিসার শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাসের বিষয় আলোচনা।

সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী রিপন রায় লিপু সভায় ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস এর বিষয়ে এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং মাননীয় সভাপতি মহোদয় আলোচনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী রিপন রায় লিপু সভাকে জানান যে, শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার হওয়া সত্ত্বেও সম্মানিত ট্রাস্টিদের সাথে তার আচরন প্রশ্নবিদ্ধ ও আপত্তিকর। অনেক সময় সম্মানিত ট্রাস্টিদের সাথে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করে অহংকারী আচারন করে থাকেন। ট্রাস্ট অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমে ফিল্ড অফিসারের কার্যক্রম, আচরন কাজের সহায়ক না হয়ে বাঁধা সৃষ্টি করে থাকে যা ট্রাস্ট অফিসের সুনাম বৃদ্ধির পরিবর্তে দুর্নাম বয়ে আনছে। তার এই আচরন শাস্তিযোগ্য অপরাধের সামিল। এ বিষয়ে সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী স্বপন রায়, শ্রী চন্দন রায় পূর্ববর্তী বক্তার সাথে একমত পোষন করে বক্তব্য প্রদান করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সম্মানিত সকল ট্রাস্টিগণ একমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্ত-৫.৩: অবিলম্বে ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস কে সাময়িক বরখাস্থ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

৪। আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে অনুদান প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।

আসন্ন দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাঁর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ১০.০০ কোটি টাকা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়। ভাইস-চেয়ারম্যান বলেন যে, গত বছর ১.৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়। এ বছর ততোধিক অর্থ পাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দুর্গাপূজা আসন্ন বিধায় পূজোর পূর্বে অর্থ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য গত বছরের বিভাজন অনুযায়ী তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলে নতুন তালিকা সংযোজন করা যেতে পারে সম্মানিত ট্রাস্টি এ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু জানান যে, একটি দুর্গা মন্দিরে কমপক্ষে ২০০০ টাকার কম প্রদান করা উচিত নয়। অন্যান্য সম্মানিত ট্রাস্টিগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত-৫.৪.১: দুর্গাপূজায় সম্মানিত সকল ট্রাস্টি একটি মন্দির/পূজামন্ডপে কমপক্ষে ২০০০ টাকা মঞ্জুরী প্রদান করবেন।

সিদ্ধান্ত-৫.৪.২: অনুদান যোগ্য মন্দিরের তালিকা সম্মানিত ট্রাস্টিগণ অতিসত্বর ট্রাস্ট অফিসে জমা দিবেন।

সিদ্ধান্ত-৫.৪.৩: সুষ্ঠুভাবে অনুদান প্রদানের জন্য ক্রসড চেক বিতরণে ট্রাস্টিগণ ট্রাস্ট অফিসকে সহয়তা করবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় মাননীয় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/০৬/২০২৪

(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মাননীয় মন্ত্রী , ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান , হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাল ট্রাস্টের ২১/০৮/২০১৭ তারিখের ৯৪তম বোর্ড সভায় সম্মানিত ট্রাস্টিগণের উপস্থিতি।

ক্রমিক	নাম	স্বাক্ষর
০১.	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০২.	বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা, মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21/8/17
০৩.	শ্রী গণেশ চন্দ্র ঘোষ, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৪.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৫.	শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] ২১।০৮।১৭
০৬.	শ্রীমতি আশা লতা বৈদ্য, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature]
০৭.	শ্রী অনিল কুমার সরকার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৮.	শ্রী রিপন রায় (লিপু) সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature]
০৯.	শ্রী চন্দন রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature]
১০.	শ্রী স্বপন কুমার রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21/8/17
১১.	শ্রী নিমাই চন্দ্র রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
১২.	এ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, সম্মানিত ট্রাস্টি হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21.08.2017
১৩.	এ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক(বাবু সোনা), সম্মানিত ট্রাস্টি হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] ২১।০৮।১৭
১৪.	শ্রী নির্মল পাল, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature]
১৫.	শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	[signature] 21/08/2017
১৬.	শ্রী বিপুল বিহারী হারদার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] ২১।০৮।১৭
১৭.	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] ২১।০৮।১৭
১৮.	শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21-8-17
১৯.	শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21/08/17
২০.	শ্রী সুব্রত পাল, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21/08/17
২১.	শ্রী স্বপন কুমার সরকার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
২২.	এ্যাড. ভূপেন চন্দ্র ভৌমিক দোলন, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21/08/17
২৩.	সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature]
২৪.	প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৪র্থ-পর্যায়, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। (অ:দা:)	[signature]
২৫.	প্রকল্প পরিচালক, এস. আর. এস. সি. পি. এস প্রকল্প, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	[signature] 21/08/17
২৬.	মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	A